তারিখ 27 JUL
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম

সংবাদ

১৩ বছরেও রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়নি মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম

সোহেল মজুমদার শিপন, কুমিল্লা

শতভাগের ওপরে সাফল্য থাকার পরও ১৩ বছরেও রাজস্ব খাতে স্থানান্তর হয়নি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমটি। ক্ষমতাসীন জোট সরকার এ বছর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ৯৮টি প্রকল্প রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করলেও এ প্রকল্পটি হয়নি। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার ২৫৬টি উপজেলার ১২ হাজার মসজিদে এ সফল প্রকল্পটি চালু রয়েছে। এর জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তর না হওয়ায় হতাশ ও অনিশ্চয়তার মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

ধর্ম মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ১৯৯০ সালে সরকার দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন চালু করে। এ আইন সর্বস্তরে বাস্তবায়নের জন্য সরকার ধর্ম মন্ত্রণালয়ের ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমটি ১৯৯২ সালের ৫ মে প্রকল্পটি চালু হয়। অবশ্য ১৯৯৫ সালের আগে এ প্রকল্পের নাম ছিল মসজিদভিত্তিক সমন্বিত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার প্রকল্প।

প্রথম পর্যায়ে, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষার কার্যক্রমটির মেয়াদকাল ছিল ১৯৯২ সালের ৫ মে থেকে (১৯৯০-৯৫) ১৯৯৫ জুন পর্যন্ত। এ পর্যায়ে লক্ষ্যমাত্রা ৭৪ হাজার ৮৮০ জন পেরিয়ে অতিরিক্ত ১৯ হাজার ৭১০ জনসহ ৯৪ হাজার ৫৯০ জনকে নিরক্ষর মুক্ত করা হয়। সাফল্যের হার শতকরা ১২৬ ভাগ। এ সময় ১৯২টি জীবনব্যাপী শিক্ষা পাঠাগার পরিচালনা করা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকল্পটি শুরু হয় ১৯৯৫ সালের জুলাইতে (১৯৯৬-২০০০)। শেষ হয় ২০০০-এর জুনে। এ পর্যায়ে ৬ লাখ ১১ হাজার ৫২০ জন লক্ষ্যমাত্রা পেরিয়ে অতিরিক্ত ৭২ হাজারসহ ৬ লাখ ৮৩ হাজার ৫২০ জনকে নিরক্ষর মুক্ত করা হয়। সাফল্যের হার শতকরা ১১১ ভাগ। এ সময় ৫১২টি জীবনব্যাপী শিক্ষা পাঠাগার পরিচালনা করা হয়।

প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ধারাবাহিক সাফল্যের পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং ও মূল্যায়ন কমিটি প্রকল্পটি সম্প্রসারণের জন্য জোর সুপারিশ করেন। এরপর শুরু হয় তৃতীয় পর্যায়ে ১২০০০ মসজিদ, ২৫৬ জন কর্মকর্তা ও ১২০০০ হাজার শিক্ষক নিয়ে জুলাই ২০০০ থেকে শুরু হওয়া (২০০০-২০০৫) এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে এ বছরের ডিসেম্বরে। ৯ হাজার ৪৭৯ লাখ টাকা ব্যয়ে এ পর্যায়ে ১৬ লাখ ৩৩ হাজার ৬০০ শিশু ও বয়স্ককে নিরক্ষর মুক্ত করা হবে।

এ তিনটি পর্যায়ে সাক্ষরতা অর্জনকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়াবে ২৪ লাখ ২১ হাজার ১৫০ জন। প্রকল্পে মাথাপিছু ব্যয় ধরা হয়েছে মাত্র ৩৮৩ টাকা ২০ পয়সা। পাশাপাশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ হার ২ হাজার ২২ টাকা, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৭৭ টাকা।

প্রকল্প কর্মকর্তারা জানান, ২০০৩-২০০৪ শিক্ষা বর্ষে ৮০.৪৪% শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয়/মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছে। এ প্রকল্পের মাসিক সমন্বয় সভার মাধ্যমে ইমামদের (শিক্ষক) যৌতুক প্রথা, মাদকদ্রব্য-ধূমপান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যা, বাল্য বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে। এজন্য প্রকল্পটি সারাদেশে সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

এদিকে সফল এ প্রকল্পের পদ ও কর্মরত জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করার জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয় সচিব সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে একটি চিঠি দেয় (সূত্র-ধর্ম/সংস্থা/১-১০/২০০৪-৪৬৬ তাং ২৮-১২-২০০৪)। এ কারণে এ বছরের ৩ মার্চ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র এসাইনমেন্ট অফিসার শাহনাজ পারভীন চিঠির জবাবে (নং-সম/সংস্থা-৪/১৪-৭০/২০০৫-৩৬) জানান, তৃতীয় পর্যায়ের প্রকল্পটি ১৯৯৭ সালের ১ জুলাইয়ের পর শুরু হওয়ায় অর্থ বিভাগের ৩০-৯-২০০৪ তারিখের স্মারক নং অম/অবি/উব্য-১/বিবিধ-৫২/৯৬ অংশ ১/৭০৭ অনুযায়ী এটি রাজস্ব খাতে স্থানান্তরে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অপরাগতা রয়েছে।

কুমিল্লা জেলায় কর্মরত এ প্রকল্পের কর্মকর্তা আবদুর রহিম 'সংবাদ'কে জানান, শত ভাগের ওপরে সাফল্যের পরও প্রকল্পটি উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর না হওয়ায় তারা চরম হতাশা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। এ কারণে মানবেতর জীবনযাপন করছেন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।